66

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... MAR 16 1999 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আজ 'বঙ্গবন্ধু চেয়ার' উদ্বোধন ঃ ছাত্রদলের ডাকে ধর্মঘট

প্রধানমন্ত্রীর ঘন ঘন ঢাকা ভার্সিটিতে গমন ঃ একাডেমিক কার্যক্রম বিঘ্নিত

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ (মঙ্গলবার) 'বঙ্গবন্ধু চেয়ার' প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। বিশ লাখ টাকা ব্যয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে শেখ মুজিবুর রহমানের নামে এই পদটি চালু করা হচ্ছে। বেগম জেবুন্নেসা ও কাজী মাহবুব উল্লাহ জনকল্যাণ ট্রাস্ট এই অর্থের যোগান দিচ্ছে। আজ টিএসসিতে এই টাকার চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি থাকবেন। তার ক্যাম্পাসে আগমনকে নির্বিঘ্ন করতে সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল প্রধানমন্ত্রীর আগমনের প্রতিবাদে আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট আহবান করেছে। ছাত্রদল বলেছে— খুনী, সন্ত্রাসী, হল দখলকারী, ছাত্রী ধর্ষণকারী, অস্ত্রধারী দুর্বৃত্তদের পৃষ্ঠপোষকতা ও আশ্রয়-দানকারী, আড়াই বছরের শাসনে আড়াই শতাধিক ছাত্র হত্যাকারী প্রধানমন্ত্রীর মুক্তবুদ্ধির আঙ্গিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার কোন নৈতিক অধিকার নেই। ছাত্র সমাজ তার আগমনকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। বাম ছাত্র সংগঠনগুলোর জোট গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যও প্রধানমন্ত্রীর ক্যাম্পাসে আগমনের কর্মসূচীর বিরুদ্ধে গতকাল (সোমবার) বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। প্রধানমন্ত্রীর আগমন কর্মসূচী নিয়ে সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের একমুখী ব্যস্ততা আর ছাত্রদলের বিক্ষোভের মুখে ক্যাম্পাসে বেশ উত্তেজনা বিরাজ করছে। ছাত্রদল প্রধানমন্ত্রীকে কালো পতাকা দেখিয়ে প্রতিবাদ জানাবে। এই ছাত্র বিক্ষোভের মধ্যেও প্রধানমন্ত্রী আসবেন, তার পিতার নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি 'চেয়ার' প্রতিষ্ঠার জন্য তার আত্মীয়দের অর্থ প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন'। ফলশ্রুতিতে ছাত্রদের ক্যাম্পাস আজ পরিণত হবে পুলিশী ক্যাম্পাসে, ছাত্র-ছাত্রীরা যেতে পারবে না ক্যাম্পাসে, কর্তৃপক্ষ বেলা ১২টা পর্যন্ত ক্লাস বন্ধ ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে যারা প্রধানমন্ত্রীর আগমনের প্রতিবাদ জানাতে ক্যাম্পাসে যাবে তারা প্রতিবারের মতো এবারও পুলিশী নির্যাতনের শিকার হতে পারেন, পুলিশ আর সরকারী ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের হাতে মার খেতে পারেন। অপরদিকে মন্ত্রী, এমপি, সরকার সমর্থক শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী আর আওয়ামী লীগ ছাত্র লীগের নেতা-কর্মীদের মাঝে পুলিশ ও সেনা নিরাপত্তায় প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দিয়ে যাবেন। তাই সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারে আজ

১১-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

প্রধানমন্ত্রীর ঘন ঘন ঢাকা ভার্সিটিতে গমন ঃ একাডেমিক কার্যক্রম বিঘ্নিত

শেষের পাতার পর

প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে, যে অনুষ্ঠান হলে বিশ্ববিদ্যালয় অচল হয়ে যায়, ছাত্রদের উপর নির্যাতন চলে, এমন অনুষ্ঠান বারবার আয়োজন করতে হবে কেন? যে কর্মসূচীতে সাধারণ ছাত্র-শিক্ষকদের অংশগ্রহণের কোন সুযোগ থাকে না; বরং ছাত্রদের উপর নির্মম নির্যাতন নেমে আসে, প্রতিবাদের কণ্ঠ রুদ্ধ করার আয়োজনের চেষ্টা চালানো হয়, সেই ধরনের অনুষ্ঠান ঘন ঘন ক্যাম্পাসে আয়োজনের যৌক্তিকতা কোথায়। কতটা যৌক্তিক প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ গত তিন মাসে চারবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধানমন্ত্রীকে আনলেন ও এক বছরেরও কম সময়ে তিনি পাঁচবার গেলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ক্ষমতার আড়াই বছরে তিনবার গেছেন বইমেলায়, তিনবার শহীদ মিনারে। এর মাধ্যমে আড়াই বছরে এগারোবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কোন সরকার প্রধানের আগমনের বিরল রেকর্ড সৃষ্টি হল। ছাত্র-শিক্ষকদের কেউ কেউ বলছেন, আজকের অনুষ্ঠানটির সঙ্গে শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত আবেগ জড়িত— এটা ঠিক। তার মরহুম পিতা শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট থাকাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার কর্মসূচীর আগের রাতে ঘাতকের বুলেটে প্রাণ হারিয়েছিলেন। এতদিন পর আজ যখন সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পিতার নামে একটি চেয়ার প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে, তখন এই বিষাদমাখা গৌরবের অংশীদার হতে কন্যা হিসেবে শেখ হাসিনা এই অনুষ্ঠানে যেতেই পারেন। কিন্তু ২০ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীকে প্রধান অতিথি করে ক্যাম্পাসে আনা কতটা প্রয়োজনীয়? এই প্রশ্ন গতকাল ছিল ক্যাম্পাসে ছাত্র-শিক্ষকদের মুখে মুখে। তারা বলছেন, গত ৭ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একটি ভাস্কর্য উদ্বোধন করতে প্রধানমন্ত্রীকে নেয়া হয়। ভাস্কর্যটির শীর্ষে রয়েছে তার পিতা শেখ মুজিবুর রহমান ও ছোট ভাই শেখ রাসেলের প্রতিকৃতি। সেই কারণে 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' নামের ঐ ভাস্কর্যটির সাথে শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। যদিও সেটির ভাস্কর স্বাধীনতা-উত্তর আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে নিহত সর্বহারা পার্টির প্রধান সিরাজ সিকদারের বোন শামীম সিকদার। কিন্তু একটি ভাস্কর্য উন্মোচন করার জন্য কি অনেক আনুষ্ঠানিকতা করে প্রধানমন্ত্রীকে আনতে হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর বা একজন বুদ্ধিজীবী কিংবা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বই কি ভাস্কর্য উন্মোচনের জন্য যথেষ্ট ছিলেন না? এর আগে প্রধানমন্ত্রীকে ক্যাম্পাসে নেয়া হয় গত ৩০ জানুয়ারী শামসুন্নাহার হলের ছাত্রীদের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে। গত বছরের ৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু ভবনে বন্যার্তদের জন্য ছাত্র লীগের রুটি তৈরী প্রকল্প পরিদর্শন করতে এবং প্রথম গত ৬ জুন টিএসসিতে ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলামনাই এসোসিয়েশনের কনভেনশনে যোগ দিতে তিনি ক্যাম্পাসে যান। '৯৭, '৯৮ ও '৯৯ সালে বাংলা একাডেমীর একুশে বইমেলা উদ্বোধন করতে তিনি তিনবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গেছেন, তিনবার গেছেন একুশে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে। শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর অন্য সব কয়টি কর্মসূচীর বিরুদ্ধে ক্যাম্পাসে ছাত্র বিক্ষোভ হয়েছে, উত্তেজনা বেড়েছে। ছাত্র-শিক্ষকদের তাই জিজ্ঞাসা, শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আর কোন্ অনুষ্ঠানটিতে প্রধানমন্ত্রীকে নেয়ার প্রয়োজন ছিল?

কারণ প্রধানমন্ত্রী যখনই যান তখনই আগে থেকে সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তার সফর নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যান, একাডেমিক কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়। চলতি মাসে এক সপ্তাহের মাথায় দুইবার ক্যাম্পাসে প্রধানমন্ত্রীর আগমনের কর্মসূচীর প্রস্তুতি নিতে গিয়ে কর্তৃপক্ষ এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক শৃংখলা রক্ষার বিষয়টি কর্তৃপক্ষের কাছে কোন গুরুত্বই পায়নি। যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ভর্তি কার্যক্রম এক মাসের বেশী পিছিয়ে যায়। সবসময় মার্চ থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হবার রেওয়াজ থাকলেও এবার তা এপ্রিলে পিছিয়ে দেয়া হয়। অন্য সব বিশ্ববিদ্যালয়ের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবার অনার্সে ভর্তি পরীক্ষা নেবে। ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকরা এতে উদ্বিগ্ন। কারণ সাধারণত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা ভর্তি হতে পারেন না তারা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির [illegible] এবার [illegible] উল্টো হয়ে যাচ্ছে। [illegible] ছাত্ররা [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে যাবার পর [illegible] বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা নেবে। তাছাড়া, এই বিলম্ব নতুন করে সেশন জটের কারণ হবে। আর [illegible] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নেই। বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর সরকারী ছাত্র সংগঠন মুজিববাদী ছাত্রলীগ সন্ত্রাসের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবক'টি হল দখল করে ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের হল থেকে বিতাড়িত করে। ভিসি প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরীর প্রশাসন ঐ ছাত্রদের হলে পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা করেনি। ছাত্রদল বলেছে, উল্টো তিনি আওয়ামী লীগ নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সন্ত্রাসীদের দখল টিকিয়ে রাখতে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন, হলের দখল বজায় রাখার মাধ্যমে টেন্ডারবাজি-চাঁদাবাজির সুযোগ করে দিয়েছেন। তাই ছাত্রদল এখন ভাইস চ্যান্সেলরের পদত্যাগ দাবি করছে। তারা বলছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] স্বার্থে নয়, একাডেমিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ব্যর্থ ভিসি তার ব্যর্থতা ঢেকে নিজের পদ টিকিয়ে রাখতে বারবার প্রধানমন্ত্রীকে ক্যাম্পাসে নিয়ে খুশী করাতে চাচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল অর্থ ব্যয়ে এসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেও তাতে ছাত্রদের প্রবেশাধিকার থাকে না। গতকাল ভিসি সাংবাদিকদের বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে তিনি আগেই ক্লাস বন্ধ ঘোষণা করেছেন, ছাত্রদলের আজকের ধর্মঘট তাই কোন প্রভাব ফেলবে না। অপরদিকে, ছাত্রদল গতকাল ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল শেষে সমাবেশে বলেছে, ছাত্রীদের উপর হামলা ও ছাত্রলীগের বেলেল্লাপনার পরও প্রধানমন্ত্রী [illegible] আসলে তাকে ছাত্রলীগের [illegible] বহন করতে হবে। ভাইস চ্যান্সেলরকে এর জন্য চরম মূল্য দিতে হবে। তবে ছাত্রলীগ আজ প্রধানমন্ত্রীকে ক্যাম্পাসে স্বাগত জানাবে।

আজ সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে ইতিহাস বিভাগে 'বঙ্গবন্ধু চেয়ার' প্রতিষ্ঠার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এতে প্রধান অতিথি থাকবেন। ভিসি প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন। বেগম জেবুন্নেছা ও কাজী মাহবুব উল্লাহ জনকল্যাণ ট্রাস্টের পক্ষে এর চেয়ারম্যান কাজী মাহবুব উল্লাহ অনুষ্ঠানে ভিসির কাছে ২০ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর করবেন। ফরিদপুরের ভাঙ্গার আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য ডাঃ কাজী সাবু ইউসুফের ভাই কাজী মাহবুব উল্লাহ প্রাইভেটাইজেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান কাজী জাফরুল্লাহর পিতা। তারা প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। এলাকায় জনশ্রুতি রয়েছে, আগামী সংসদ নির্বাচনে কাজী জাফরুল্লাহ ঐ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেতে চান। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, 'বঙ্গবন্ধু চেয়ার' পদে একজন প্রফেসরকে গবেষক নিযুক্ত করা হবে, যিনি মুক্তিযুদ্ধ থেকে সর্বশেষ বাংলাদেশ পরিস্থিতি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা করবেন। এজন্য প্রতি বছর ২ লাখ টাকা ব্যয় করা হবে। ভিসির নেতৃত্বে ৭ সদস্যের একটি কমিটি গবেষক নির্বাচন করবে।

প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে সামনে রেখে গতকাল সন্ধ্যা থেকে ক্যাম্পাসের প্রবেশ পথগুলোতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। বিপুল সংখ্যক পুলিশ ও গোয়েন্দা পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। গতকাল পুলিশ ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের ৭ জন কর্মীকে গ্রেফতারের পর নেতাদের হস্তক্ষেপে ছেড়ে দেয়। ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করছে।